daily sun
TRUE AND IMPARTIAL

Date: 15-09-20 (Page: B1)

MARKETDIGEST

BRRI, IRRI to develop short-duration rice varieties for Haor

STAFF CORRESPONDENT

Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) and International Rice Research Institute (IRRI) will develop short duration and cold tolerance rice varieties in greater Haor region.

"Rice cultivation in the Haor areas, which account for one-fifth of the total rice production in Bangladesh, has been facing trouble due to climate change. To tackle this, rice growers in the Haor regions need short duration, cold-tolerant and high yielding varieties," said Kamalaranjan Das additional secretary of the Ministry of Agriculture.

He disclosed it at an online workshop organised by International Rice Research Institute (IRRI) on Monday.

A new five-year research project, titled "Development of Short-duration Cold-tolerant Rice Varieties for Haor Areas of Bangladesh" that funded by Krishi Gobeshona Foundation (KGF), was launched at the workshop yesterday. Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) becomes a partner of this project.

IRRI played a vital role in ensuring food security here, said Kamalaranjan Das. This new project would help to bring a positive change in the lives of the Haor people and also contribute in food and nutrition security, he said.

"Boro paddy is the main crop in the Haor areas. But almost every year, flash flood in April caused by heavy rainfall in upstream submerges almost the entire Boro yield. The Boro season usually begins in mid-November, but many farmers start sowing in late October to avoid flash flood."

It means the reproduction time falls in January-February, increasing the risk of winter diseases, he pointed out. "So, farmers in Haor areas need is short-duration (120-140 days), cold-tolerant and high yielding varieties."

The aim of this new project is to develop such varieties, according to him.

BRRI Director General Dr. Md. Shahjahan Kabir said, "Population of Bangladesh is increasing at the rate of 1.37 percent per year, but arable land is decreasing at 0.4 percent. Moreover, the global climate change has been continuously challenging the country's food security."

IRRI Director General Dr. Mathew Morrell said the critical climactic challenges that the Haor areas in Bangladesh face are going to intensify in the future due to the global climate change. So, developing cold tolerant, short duration and high yielding rice varieties is an imperative for building resilience.

IRRI's Head of Plant Breeding Division Dr Hansraj Bhadwaj, South Asia Representative Dr Nafees Meah and Bangladesh Representative Dr. Humnath Bhandari were also present at the workshop among others.

দৈনিক জনকণ্ঠ
নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
তারিখঃ ১৫-০৯-২০ (পৃঃ ১৬,১৫)

হাওড়ের জন্য নতুন জাতের ধান উদ্ভাবনে গবেষণা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ দেশের হাওড়াঞ্চলের কৃষকদের নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে ফসল ঘরে উঠাতে হয়। তাই হাওড়াঞ্চলের জন্য স্বল্প জীবনকালের নতুন নতুন ধানের জাত উদ্ভাবনে যৌথ গবেষণায় একত্রে কাজ করবে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনিস্টিটিউট (ব্রি) এবং আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি)। যৌথ এই গবেষণার ফলে হাওড়াঞ্চলের মানুষের জীবিকায় পরিবর্তন আসবে, সেই সঙ্গে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের (কেজিএফ) অর্থায়নে

ব্রি এবং ইরির যৌথ উদ্যোগ

'ডেভেলপমেন্ট অব শর্ট-ডিউরেশন কোল্ড-টলারেন্ট রাইস

(১৫ পৃষ্ঠা ২ কঃ দেখুন)

হাওড়ের জন্য

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

ভ্যারাইটিজ ফর হাওড় এরিয়াস অব বাংলাদেশ' শীর্ষক পাঁচ বছর মেয়াদী গবেষণা প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এবং এক কর্মশালা অনুষ্ঠানে এসব জানানো হয়।

ভার্চুয়াল কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) কমলারঞ্জন দাস বলেন, বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট ধানের এক-পঞ্চমাংশ আসে হাওড়াঞ্চল থেকে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এ অঞ্চলের ধান চাষ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এই অবস্থায় হাওড়াঞ্চলের জন্য স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন, ঠান্ডা সহিষ্ণু ও উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান প্রয়োজন। প্রকল্পের সাফল্য কামনা করে কমলারঞ্জন দাস বলেন, ইরির সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে ইরির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ইরি এবং ব্রি-এর যৌথ এই গবেষণার ফলে হাওড়াঞ্চলের মানুষের জীবিকার পরিবর্তন আসবে, সেই সঙ্গে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কর্মশালায় জানানো হয়, হাওড় এলাকার প্রধান ফসল বোরো ধান। কিন্তু অনেক সময় এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে পাহাড়ী ঢলে আগাম বন্যার সৃষ্টি হয়। এতে খেতের আধপাকা ধান প্রায় পুরোটাই তলিয়ে যায়। বোরো মৌসুম শুরু হয় মধ্য নবেম্বরে। তবে অনেক কৃষক বন্যা থেকে রক্ষা পেতে অক্টোবরের শেষেই বীজ বপন শুরু করেন। কিন্তু জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির শীতে ধানের প্রজনন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং চিটার পরিমাণ বেড়ে যায়। তাই এই এলাকার কৃষকদের প্রয়োজন স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১২০-১৪০ দিন), শীত সহিষ্ণু ও উচ্চ ফলনশীল ধান যার ফসল আগাম বন্যা আসার আগেই ঘরে তোলা যায়। কেজিএফের অর্থায়নে ইরি এবং ব্রি-এর এই যৌথ গবেষণার মূল লক্ষ্য এ ধরনের জলবায়ু সহিষ্ণু স্বল্প জীবনকালীন ধানের জাত উদ্ভাবন করা।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর বলেন, বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওড় এলাকায় সাড়ে ১২ লাখ হেক্টর জমিতে বছরে কেবলমাত্র একটিই ফসল হয়, সেটা হলো বোরো। কিন্তু পাহাড়ী ঢলের কারণে অনেক সময় সেই ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মখে পড়ে। এজন্যই আমরা স্বল্প জীবনকালীন ঠান্ডা সহিষ্ণু জাতের ধান উদ্ভাবনের চেষ্টা করছি। এ লক্ষ্যে ব্রি ইতোমধ্যেই দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং নেপাল থেকে ঠান্ডা সহিষ্ণু জাতের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করেছে যেগুলোর বৈশিষ্ট্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস বলেন, হাওড়াঞ্চলের ধানচাষীরা বোরো মৌসুমে দুবার প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে- একবার শুরুতে, একবার শেষে। আবহাওয়ার নিয়মে একটু এদিক-ওদিক হলেই ফসলের বড় ধরনের ক্ষতি হয়। নতুন এই গবেষণা প্রকল্পের লক্ষ্য হলো এই দুই প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় কৃষকদের জন্য কার্যকর সমাধানের উপায় বের করা।